কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়

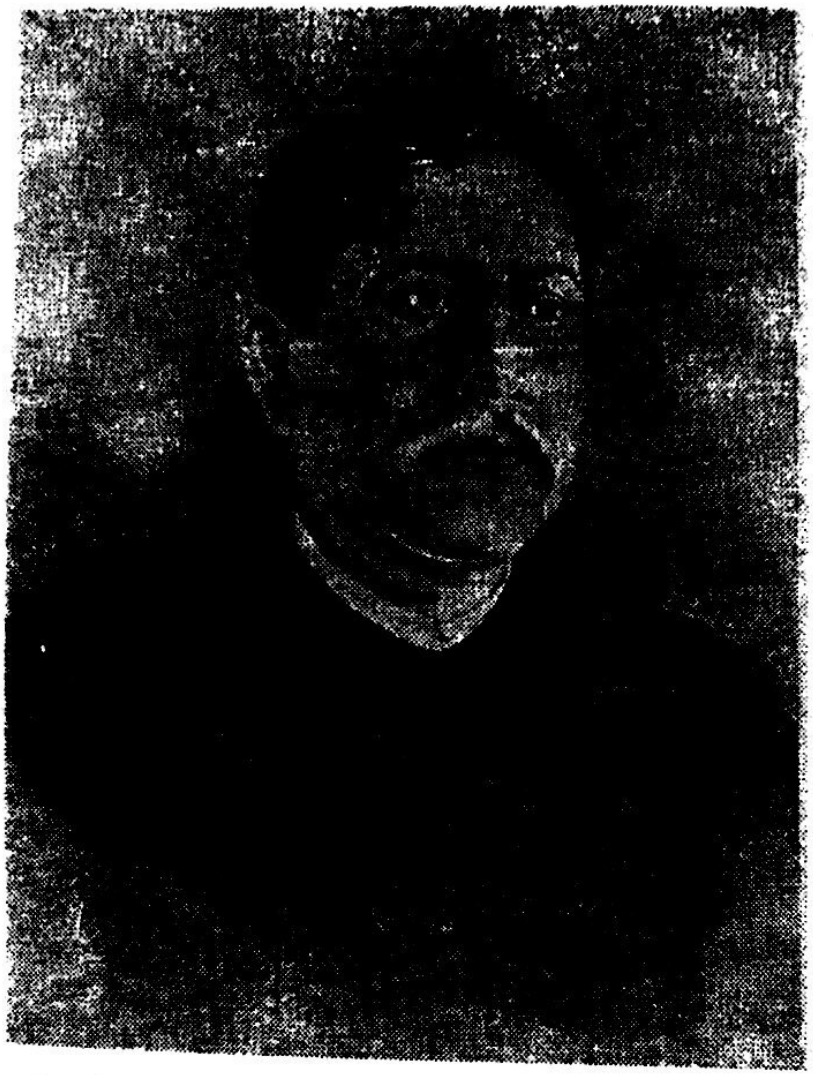

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বিখ্যাত বাঙালী সংগীত তত্ত্বজ্ঞ ও সুগায়ক কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল গোবিন্দ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি উত্তর কলিকাতার হোগলকুড়িয়া (পরবর্তী নামকরণ ভীম ঘোষ লেন)-য় বাস করতেন। সেখানেই কৃষ্ণধনের জীবন শুরু হয়েছিল। কৃষ্ণধনের মাতা ছিলেন উমাসুন্দরী দেবী। পিতার আর্থিক অবস্থা ভাল না হলেও কৃষ্ণধন প্রথমে হেয়ার সাহেবের স্কুলে এবং পরে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেছিলেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে তিনি এনট্রান্স পরীক্ষায় মেধাবী ছাত্ররূপে বৃত্তি পেয়ে পাশ করেছিলেন।

এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করবার ৩ বৎসর পরে হঠাৎই তাঁর সংগীত জীবন শুরু হয়েছিল। পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র সিংহের বেলগাছিয়া থিয়েটারে বেশ কয়েকটি নাটকে নায়িকারূপে অভিনয় করে সংগীতে সুকণ্ঠের

জন্য তিনি গুণীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এরপরই নাট্যশালার সংগীতাচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কাছে তাঁর সংগীত শিক্ষা শুরু হয়েছিল। কিশোর বয়সেই গুরুর তত্ত্বধানে তিনি সংগীতবিদ্যায় যথেষ্ট দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। ১৭/১৮ বৎসর বয়সে তিনি ইউরোপীয় সংগীতেরও চর্চা করেছিলেন। তিনি পিয়ানো বাদনে দক্ষ ছিলেন। পরবর্তী সময়ে পাথুরিয়াঘাটার প্রখ্যাত সংগীতগুণী ধ্রুপদী ও বীণকার হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে খাণ্ডারবাণীর ধ্রুপদ শিখেছিলেন।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গোয়ালিয়রের রাজ স্কুলে শিক্ষক পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। অনুমান করা হয় যে, ভারতীয় সংগীতচর্চার সুবিখ্যাত কেন্দ্র গোয়ালিয়রে বড় বড় সংগীত গুণীদের কাছে সংগীতের তালিম নিতে পারবেন এই ইচ্ছাতেই তিনি দুর দেশে গিয়েছিলেন। সেখানে সেতারী ওস্তাদ আহম্মদ জান খাঁ-এর কাছে তিনি সেতার বাদনের শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। গোয়ালিয়রে তিনি যেমন সংগীত শিক্ষা করতেন তেমন তাঁর গ্রন্থকারের জীবনেরও শুরু হয়েছিল এই গোয়ালিয়রে। তাঁর প্রথম সংগীত বিষয়ক গ্রন্থ "বঙ্গৈকতান" এখানেই ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থটি বাংলার প্রথম স্বরলিপি গ্রন্থ। বিভিন্ন রাগে ঐকতান বাদনের গৎ গ্রন্থটিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। গ্রন্থটি থেকে লেখকের ইউরোপীয় সংগীতে অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

৩ বৎসর গোয়ালিয়রে থাকবার পর কর্নেল কন্টন সাহেবের সহায়তায় তিনি কুচবিহারে স্ট্যাম্প অফিসারের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'Airs Arranged for the Piano Forte' এই গ্রন্থে ভারতীয় সংগীতে ইউরোপীয় পদ্ধতির হার্মনি প্রয়োগ করা হয়েছে।

এই বৎসরেই মাইকেল মধুসূদনকে উৎসর্গ করে কৃষ্ণধন প্রকাশ করেছিলেন তাঁর 'সংগীত শিক্ষা' গ্রন্থখানি। গ্রন্থটিতে সেতার, এসরাজ, বাঁশী, হারমোনিয়ম, বেহালা বাজাবার নিয়ম, তাল দেবার নিয়ম, গ্রাম, গমক, মূর্চ্ছনাদির নিয়ম প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

কুচবিহারে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত থাকার পরে তিনি দার্জিলিং-এর তরাই অঞ্চলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হয়ে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানেই ছিলেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ৪র্থ সংগীত বিষয়ক গ্রন্থ 'সেতার শিক্ষা' প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটিতে সেতারের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাম, সুর বাঁধবার ও যন্ত্র ধরবার নিয়ম ইত্যাদি, কৃন্তন, আশ, মীড়, হস্ত সাধনের নিয়ম ইত্যাদি, ইউরোপীয় রৈখিক

প্রণালীতে স্বরলিপি প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে।

সংগীতচর্চা এবং গবেষণার ইচ্ছা তাঁর মনকে এতটাই ব্যস্ত করেছিল যে তিনি কর্মরত অবস্থায় কোনোদিন শান্তি পাননি। অবশেষে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সংগীত বিদ্যার আকর্ষণে তিনি কলিকাতায় চলে এসেছিলেন।

উপযুক্ত পদ্ধতিতে কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীতের শিক্ষা দেবার জন্য তিনি একটি সংগীত শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রকৃত শিক্ষার্থীর অভাবে শিক্ষাকেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ইতিমধ্যে তাঁর সংসার হওয়ায় জীবিকার জন্য তিনি ভুবনমোহন নিয়োগীর কাছ থেকে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের (বর্তমানের মিনার্ভা থিয়েটারের জমিতেই ছিল এই থিয়েটারের কাষ্ঠ মঞ্চ) ইজারা নিয়েছিলেন ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু তাঁর মতন অনভিজ্ঞ ও অব্যবসায়ী ব্যক্তি থিয়েটার ব্যবসায় লাভ করতে না পেরে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কলিকাতায় নানা নিষ্ফল চেষ্টার পরে তিনি ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আবার কুচবিহারে Exise officer-এর পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

এইসময় তিনি সংগীতচর্চা ও গবেষণার জন্য যথেষ্ট অবসর পেতেন। সেখানকার দেওয়ান রামচন্দ্র ঘোষ ছিলেন সংগীতপ্রেমী ও তবলাবাদক। তিনি ছিলেন কৃষ্ণধনের সংগীতপ্রেমী ও তবলাবাদক। এছাড়া তিনি ছিলেন কৃষ্ণধনের সংগীত চর্চার সহযাত্রী। কৃষ্ণধনের জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম 'গীতসূত্র সার' এইখানেই শুরু হয়েছিল এবং কুচবিহার স্টেটের মুদ্রণযন্ত্রে কুচবিহার মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণের আর্থিক সহায়তায় মুদ্রিত হয়েছিল। গ্রন্থটির ১ম ভাগ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং ২য় ভাগ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। গ্রন্থটিতে রাগ সংগীতের ব্যহারিক বিষয়ে বিভিন্ন নির্দেশ, বহু ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পার এবং আলাপের স্বরলিপি, দেশীয় স্বরলিপির প্রয়োগ প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর শেষ সংগীত গ্রন্থ "হারমোনিয়ম শিক্ষা" প্রকাশিত হয়েছিল। ইউরোপীয় রৈখিক স্বরলিপি যোগে হারমোনিয়ম যন্ত্রের শিক্ষার জন্য গ্রন্থটি খুবই মূল্যবান। এই গ্রন্থটি দ্বারা পিয়ানো ফোর্ট যন্ত্রও শিক্ষা করা যায়। এছাড়া হারমোনিয়ম বাদন সম্বন্ধে নানা ব্যবহারিক নির্দেশ এবং ভারতীয় ও ইউরোপীয় দুই প্রকার গতেরই ইউরোপীয় প্রণালীতে স্বরলিপি এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ

হয়েছে।

এই বৎসরই তিনি কুচবিহারের চাকরি থেকে অবসর নিয়ে আসামের গৌরীপুরে চলে গিয়েছিলেন। এখানে তিনি বেশ কয়েক বৎসর বাস করেছিলেন। এখানে বিখ্যাত অভিনেতা ও চিত্র পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়ার পিতা গৌরীপুরাধিপতি প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়ার তিনি সংগীতগুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি গৌরীপুরেই কৃষ্ণধনের জীবনাবসান ঘটে। তাঁর রচিত সংগীত গ্রন্থগুলি ভারতীয় সংগীত জগতে আজও অমূল্য সম্পদ হয়ে বিরাজ করছে।